যুগান্তর

তারিখ ... 29 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ভারপ্রাপ্ত আর কত দিন

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের দিয়া চলিতেছে দেশের চার শতাধিক কলেজ। ফলে ঐ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা হইতেছে বিঘ্নিত, শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মামলা-মোকাদ্দমাও হইয়াছে। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তিন মাস পূর্বে পূর্ণকালীন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ নিয়োগের নির্দেশ দিলেও উহা কার্যকর হয় নাই। ছয় মাসের মধ্যে ওই পদ দুইটিতে পূর্ণমেয়াদের অধ্যক্ষ নিয়োগের নির্দেশ অবহেলা করিয়া ভারপ্রাপ্তদের দিয়াই চালানো হইতেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজ। এই ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি ও কলেজ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহারাই মদদ দিতেছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষদের। এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন নাই যে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কলেজগুলিতে পড়াশোনার চাইতে দলাদলি বেশি চলিতেছে। পদ দখল, পদ আঁকড়ে থাকা লইয়া ঐ সকল কলেজে প্রশাসনিক দুর্নীতি চলিতেছে। সেই দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, লুটপাট, শিক্ষক নির্যাতন, মামলা ইত্যাদির সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছে শিক্ষার্থীরাও। ঢাকার দনিয়া কলেজ উহার অন্যতম উদাহরণ। ঢাকার কমার্স কলেজের অধ্যক্ষের মেয়াদ (বর্ধিতকরণসহ) গত জুন মাসে শেষ হইয়াছে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহাকেই আবার নিয়োগ দিয়াছেন। শিক্ষার্থীরা বলিয়াছে, ভারপ্রাপ্তদের কারণে কলেজে নিয়মিত ক্লাস হয় না। এই রকম পরিস্থিতি ঢাকা বিভাগে ৩৫টি, বরিশালে ৩১টি, রাজশাহীতে ৭০টি, খুলনায় ৩০টি, চট্টগ্রামে ২৫টি এবং সিলেটে ১৩টি কলেজে দুর্নীতি, অনিয়ম আর দ্বন্দ্ব-সংঘাত লাগিয়া রহিয়াছে। ওই কলেজগুলিতে যে শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হইতেছে উহাতে ভুল নাই। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবঞ্চিতই কেবল হইতেছে না— তাহারা হারাইয়াছে শিক্ষাপরিবেশও। এই সমস্যার সমাধানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ লইতে হইবে। ভারপ্রাপ্তদের মেয়াদ কয়েক মাসের অধিক হইলেই 'কায়েমি স্বার্থ' মাথাচাড়া দিয়া উঠে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এসএসসি ও ইন্টারমিডিয়েট পাস শিক্ষার্থীদের জায়গা দিবার মতো কলেজে আসন নাই। আসন বাড়াইবার জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এমনিতেই বেসরকারি কলেজগুলির শিক্ষকদের শিক্ষাদান মান লইয়া প্রশ্ন রহিয়াছে, তাহার উপর এই ভারপ্রাপ্ত সমস্যা বোঝার উপর শাকের আঁটির মতোই চাপিয়া বসিয়াছে। সমস্যাটিকে ছোট করিয়া দেখিবার উপায় নাই। আমরা প্রত্যাশা করি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পূর্ণমেয়াদে ভিসি ও অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়া শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে কার্যকর পদক্ষেপ লওয়া হইবে।